ক্যাম্পাস

অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানের লেনদেনই কলেজ-চালনার মূলমন্ত্র

১৯৮০ সাল থেকে দুর্গাপুর ও তার সংলগ্ন এলাকায় নারীশিক্ষা প্রসারে কাজ করে চলেছে দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ। সম্প্রতি দূর থেকে আসা পড়ুয়াদের জন্য এই কলেজে চালু করা হয়েছে হস্টেল। কলেজ চত্বরে গড়ে তোলা হচ্ছে নেচার পার্ক, সরোবর, জৈব প্রযুক্তিতে চাষ করা আনাজের বাগান। লিখছেন **অর্পিতা মজুমদার**

সত্তরটা গত শতকের আটের দশক। সে সময়ে দুর্গাপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন শহরের শিক্ষানুরাগীরা। তাঁদের ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালে সফলতা শুরু করে দুর্গাপুর মহিলা কলেজ বা দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ। কর্তৃপক্ষের দাবি, বিজ্ঞানের সাস কোর্সের পঠনপাঠনের মাধ্যমে কলেজে শিক্ষাদান শুরু হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান— তিন বিভাগেরই পঠনপাঠন চলছে এই কলেজে। দুর্গাপুর ও তার সংলগ্ন এলাকায় একমাত্র মহিলা কলেজ হিসেবে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে কাজ করে চলেছে দুর্গাপুর উইমেন্স কলেজ। প্রথম দিকে এই কলেজ ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ। পরবর্তীকালে অবশ্য এটি আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচলিত বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি, বিউটিশিয়ান কোর্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উপরেও শুরুতে দেন তাঁরা। কলেজের পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাসনের তালিমও। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ও নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেন্দ্রও রয়েছে এই কলেজে। কলেজে চালু হয়েছে নার্সিং শিক্ষাকেন্দ্রও। এনসিসি ও ভারতীয় সেনা প্রকল্পে (এনএসএস) যোগ দিয়ে সাফল্যও পেয়েছে এই কলেজের পড়ুয়ারা। এই সব কাজেরই স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২ সালের ২৪ জুন কলকাতার একটি বৈদ্যুতিন মিডিয়ার তরফ থেকে 'এডুকেশন এক্সেলেন্স' পুরস্কার পেয়েছে এই কলেজ।

কলেজের অধ্যক্ষা মহানন্দা কাঞ্জিলাল জানান, সম্প্রতি এই কলেজে 'দিশা ডিরেক্টরি' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন তিনি। এনএসএসের অন্তর্গত সেই প্রকল্প অনুসারে, আশেপাশের এলাকার দুস্থ পড়ুয়াদের রোজ একঘণ্টা করে ক্লাস নেন এই কলেজের ছাত্রীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের আঁকা, গান, ক্যারাটেও শেখানো হয়। কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্য সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদির কর্মশালা আয়োজনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে 'নান্দনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'। মেয়েদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজনের জন্য সম্প্রতি কলেজে চালু হয়েছে 'নারী শিক্ষাকেন্দ্র ও নারী বিভাগ'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিয়মিত ভাল ফলাফল করে চলেছে এই কলেজের পড়ুয়ারা। নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাতেও যোগ দিয়ে চলেছে তারা। বেশ কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যও পেয়েছেন এই কলেজের পড়ুয়ারা। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীরাও যোগ দেন। কলেজের অধ্যক্ষা মহানন্দা কাঞ্জিলাল জানান, কলেজে বসন্ত মেলা ও শারদীয়া মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে ছাত্রীদের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্পসামগ্রী নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়।

দূর দূরান্ত থেকে আসা ছাত্রীদের জন্য সম্প্রতি কলেজে হস্টেল চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও জৈব প্রযুক্তিতে ফসল ফলানোর জন্য নির্দিষ্ট বাগানও তৈরি করেছে এই কলেজ। কর্তৃপক্ষ জানান, সেখানেই হস্টেলের রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় আনাজ উৎপাদন করা হচ্ছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে অধ্যক্ষার তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছে 'রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং' প্রকল্প। বন দফতরের সহায়তায় কলেজ চত্বরে একটি সরোবর গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ও প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য কলেজের ভিতরে গড়ে তোলা হয়েছে 'নেচার পার্ক'ও। সম্প্রতি আমেরিকার প্রাডজল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই কলেজের মেয়েদের উদ্যোগপতি হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছে।

কেন্দ্র-সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পেও নিয়মিত যোগ দিয়ে চলেছে এই কলেজ। ২০২৩ সালের অগস্টে ভারত সরকারের 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছিল এই কলেজ। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সাইকেল র‍্যালি, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল এনসিসি ও এনএসএস বিভাগের উদ্যোগে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছতা অভিযান ও সহির দিবস উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল কলেজের এনএসএস বিভাগের উদ্যোগে। এই উপলক্ষে আশেপাশের বস্তি এলাকায় গিয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও করা হয়েছিল।

এ ছাড়াও বছরভর পালিত হয় বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিবস। কলেজে আয়োজিত হয় বসন্ত উৎসবও। এ ছাড়াও ঘটা করে পালিত হয় কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান। জাতীয় ক্রীড়া দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, পরিবেশ দিবস, বিজ্ঞান দিবসের মতো দিনগুলিও ঘটা করে পালন করা হয় কলেজে। কলেজের অধ্যক্ষা জানান, আশপাশের কলেজগুলির পাশাপাশি এই কলেজ সংলগ্ন এলাকার স্কুলের পড়ুয়াদেরও এ বছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিজ্ঞান দিবসে ক্যুইজের পাশাপাশি, ছাত্রীদের তৈরি বিজ্ঞানের নানা মডেল নিয়ে প্রদর্শনীও হয়েছিল। স্কুল ছাত্রীদের বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহিত করতে তাদের গবেষণাগারেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কলেজের অধ্যক্ষা মহানন্দা কাঞ্জিলাল বলেন, "আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের দিকে নজর রেখে কলেজে গড়ে তোলা হয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম। সেখানে রয়েছে দৃশ্য শ্রাব্য পদ্ধতিতে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা। একই ভাবে কলেজের ছাত্রীরাও তাদের নানা গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে। পড়াশোনা ও পরীক্ষার জন্য গুগল ক্লাসরুম-সহ বেশ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই কলেজের মোট ১৭টি মউ সাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে অন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এই কলেজের ছাত্রীদের অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন। অন্য দিকে আমাদের কলেজের শিক্ষকেরাও অন্য প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন।"

আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের দিকে নজর রেখে কলেজে গড়ে তোলা হয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম। সেখানে রয়েছে দৃশ্য শ্রাব্য পদ্ধতিতে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা। একই ভাবে কলেজের ছাত্রীরাও তাদের নানা গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে। পড়াশোনা ও পরীক্ষার জন্য গুগল ক্লাসরুম-সহ বেশ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই কলেজের মোট ১৭টি মউ সাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে অন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এই কলেজের ছাত্রীদের অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন। অন্য দিকে আমাদের কলেজের শিক্ষকেরাও অন্য প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন।

মহানন্দা কাঞ্জিলাল, অধ্যক্ষা

যোগাসন চর্চা (উপরে), কলেজের অনুষ্ঠান (নীচে)। নিজস্ব চিত্র